দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 JAN 1996
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মিজানের স্বপ্ন সফল হোক

...য় বলে, সাধ থাকা এক কথা আর সাধ্য থাকা ভিন্ন ব্যাপার। সাধ থাকে ...নেকেরই অনেক বিষয়ে, কিন্তু সবার সব সাধ সব সময় মেটে না। মেটানোর ক্ষেত্রে ...ব্যর্থতা, সেটা সাধ্যের ব্যর্থতা অনেক ক্ষেত্রেই। এসবের বেশির ভাগ ক্ষেত্রের ...র্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে দারিদ্র্য। গরিব দেশ। সাধারণ অগণিত মানুষ দরিদ্র। ...রিদ্র্যের কারণে অনেক কিছুই সম্ভব হয় না। অনেক ক্ষেত্রে থাকতে হয় ...সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে। থাকতে হয় দুনিয়ার আর অনেক দেশের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে। দেশের দারিদ্র্য অনেককালের। বলা যায়, যুগ যুগের। যুগ যুগের এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুকালের বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। সে সবেরই বড় ধরনের ...জের এই দারিদ্র্য। সবদিক থেকে বিশ্বের আর পাঁচটা দেশের এগিয়ে যাওয়ার ধারায় ...তাল মেলানোর জন্য প্রয়োজন দারিদ্র্য দূর করা, অশিক্ষা দূর করা। উন্নয়নের জন্য শিক্ষা খুব বড় একটা ব্যাপার। দেশে আগের তুলনায় শিক্ষার ক্ষেত্র দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রসারের বিভিন্ন কর্মসূচী-পরিকল্পনা চালু রয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যেও রয়েছে নানা পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ। সেসব বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায়। শিক্ষার প্রসার যে দিন দিন বাড়ছে, বাড়ছে শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ, তা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ছাত্র সংখ্যার চাপ দেখেই কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রতিবছরই এখন বিভিন্ন পর্যায়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ছাত্র বেরিয়ে আসছে।

এসব খুবই আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। তবে এখনও বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিশু। বহু শিশুকে জ্ঞান অন্বেষণের বদলে অন্নের চাহিদা মেটানোর জন্য পরিশ্রম করতে হয়, সোজা কথায় খেটে খেতে হয়। বহু শিশুই বড় হচ্ছে বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অবস্থায়। বহু শিশু হয়ত এভাবেই বড় হবে। লেখাপড়া তথা শিক্ষার জগত থেকে অনেক দূরে অবস্থান হবে তাদের। তারা জানবে না জগতকে। চিনবে না নিজের পরিপার্শ্ব। শিক্ষা বিস্তারের চলমান ধারায় এদের যতজনকে সম্ভব সম্পৃক্ত করতে পারলে সেটা শুধু তাদের জন্যই নয়, সামগ্রিকভাবে আমাদের সবার জন্যই তা হবে কল্যাণকর, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। অনেকেই অনেক কিছু করেছেন শিক্ষায় সহায়তার ব্যাপারে, এখনও করে চলেছেন। অনেকেই অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। অনেকেই দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর ভরণ-পোষণ দিয়েছেন কিংবা দিচ্ছেন। অনেকেই লেখাপড়ায় সহায়তা করছেন নানাভাবে। এসব কাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু তারপরও সত্য হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় এই সহায়তা পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজন আরও পৃষ্ঠপোষকতা, প্রয়োজন আরও সহায়তার সম্প্রসারিত হাত। দেশে অনেক সামর্থ্যবান আছেন, যাঁরা ইচ্ছা করলে দু'একজনকে দিতে পারেন শিক্ষা গ্রহণের পথের পাথেয়, সহায়তা করতে পারেন নানাভাবে, তাতে সন্দেহ নেই। অনেকের হাতেখড়ি হচ্ছে না— বাস্তব অবস্থা সেটাই শুধু নয়। কেউ কেউ পড়ালেখা করতে করতে অর্থাভাবে আর এগোতে পারছে না। অনেকের স্বপ্ন লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার কিন্তু ঠেকে যাচ্ছে মাঝপথে কোথাও, স্বপ্ন ব্যর্থ হতে চলেছে অর্থাভাবে।

আছে এ ধরনের অনেক ছাত্রছাত্রী, যারা মাঝপথে সামান্য খরচ চালাতে না পারার কারণেই সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার জগত থেকে। এদের মধ্যে অনেকেই লেখাপড়ায় আগ্রহী, অনেকে মেধাবীও। বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহায়তা-পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে বহু ছাত্র কিন্তু এর বাইরেও যে রয়ে গেছে অনেকেই, সেটাও বাস্তব ব্যাপার। এরা রয়েছে এখানে, নয়ত ওখানে অর্থাৎ রয়েছে আমাদের আশপাশেই। গত পরশু দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক খবরে এমন এক ছাত্রের কথা বলা হয়েছে, অর্থাভাবে যার লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার পথে। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টারের দেয়া ঐ খবর থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ মিজানুর রহমান হাওলাদার নামক ঐ ছাত্র পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণীতে বৃত্তিলাভসহ এসএসসিতে উত্তীর্ণ হয় প্রথম বিভাগে। ১৯৯৪ সালে যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে বাণিজ্যে মেধা তালিকায় অধিকার করে তৃতীয় স্থান। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কৃতও হয়েছে সে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান সে। এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। চেষ্টা করেছে নানা দিকে। চেষ্টা করেছে টিউশনি যোগাড়ের। এ জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপনও দিয়েছে। কিন্তু জোটেনি টিউশনি। খবর থেকেই জানা যাচ্ছে, এখন গত কয়েক মাস থেকে তার নিজের খরচ চলছে ঋণের টাকায়।

ঠিক এই পর্যায়ে এসে অর্থাভাবে মিজানুর রহমানের পড়া যদি সত্যি সত্যিই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ব্যাপার। তার লেখাপড়া যাতে শেষ পর্যন্ত চলতে পারে সে জন্য যে কোন মহল থেকে কোন না কোন ধরনের কিছুটা সহযোগিতা দেয়া গেলে হয়ত এই মেধাবী ছাত্রটির শিক্ষার স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে।

মিজানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের প্রত্যাশা, এর মতোই আমাদের আশপাশে এমন অনেকেই আছে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে, যারা ঠিক হয়ত কারও প্রত্যাশায় নেই। কিন্তু সামর্থ্যবান কেউ তাদের দিকে সহায়তার হাত একটু সম্প্রসারিত করলে পূরণ হতে পারে তাদের শিক্ষার প্রত্যাশাও, যা সামগ্রিক অর্থে সামাজিকভাবে সবার জন্যই লাভজনক।